

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

217496 - সকাল-সন্ধ্যার যকিরিসমূহ

প্রশ্ন

আমি চাই যে, আপনারা সকাল-সন্ধ্যার যকিরি সম্পর্কে বর্ণিত সহিহ হাদিসগুলো আমাকে সংকলন করে দিবেন। যাতায়ে করে এটি আমাদেবের জন্য প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যার যকিরি করার ক্ষেত্রে একটি রিফোরেন্স হতে পারে।

প্রতি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এটি সকাল-সন্ধ্যার যকিরিতে ব্যাপারে বর্ণিত সহিহ হাদিসগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত ও উপকারী সংকলন:

ইমাম বুখারী (৬৩০৬) শাদ্দাদ বনি আওস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার (শ্রেষ্ট ইস্তিগফার) হল:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খলাক্বতানী ওয়া আনা ‘আব্দুকা, ওয়া আনা ‘আলা ‘আহদিকা ওয়া ওয়া‘দিকা মাস্তাত্বা‘তু। আ‘উযু বাকা মনি শাররী মা সানা‘তু, আবুউ লাকা বনি‘মাতিকা ‘আলাইয়্যা, ওয়া আবুউ বযিম্বী। ফাগফরি লী, ফাইন্নাহু লা ইয়াগফরিয যুনূবা ইল্লা আনতা)। (অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমার রব্ব, আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আমার সাধ্য মতো আপনার (তাওহীদে) অঙ্গীকার ও (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতির ওপর রয়ছি। আমি আমার কৃতকর্মেরে অনিশ্চয় থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আপনি আমাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন আমি তা স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও স্বীকার করছি। অতএব, আপনি আমাকে মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া পাপরাশি ক্ষমা করার কেউ নাই।) তিনি আরও বলেন: "যে ব্যক্তি দিনেরে বলায় একীনের সাথে এ বাক্যগুলো বলবে এবং সে দিন সন্ধ্যার আগে মারা যাবে সে ব্যক্তি জান্নাতেরে অধিবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতেরে বলায় এ বাক্যগুলো বলবে এবং সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে সে ব্যক্তি জান্নাতেরে অধিবাসী হবে।"

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইমাম মুসলিমি (২৬৯২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** (উচ্চারণ: সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বহিমদাহী) (অর্থ: আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি) সকালে একশত বার ও সন্ধ্যায় একশত বার পড়বে, কয়ামতের দিন তার চয়ে উৎকৃষ্ট কিছু কটে নিয়ে আসতে পারবে না। তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যে তার মত বলবে বা তার চয়ে বেশি আমল করবে।"

ইমাম মুসলিমি (২৭০৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! গত রাত্রে আমাকে একটা বচ্ছু কামড় দিয়ে কী কষ্টটাই না পয়েছে! তিনি বলেন: তুমি যদি সন্ধ্যাকালে বলতে: **أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ** (উচ্চারণ: আ'উযু বকিলমি-তল্লি-হতি তা-ম্মাতি মনি শাররা মা খালাক্বা)। (অর্থ: আল্লাহর পরপূর্ণ কালমোসমূহের উসলিয় আমি তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির কৃতি থেকে আশ্রয় চাই) তাহলে তোমার কোন কৃতিত্ব না।

আবু রাশদে আল-হুবরানি থেকে ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে (৬৮১২) ও ইমাম তরিমযি তাঁর সুনান গ্রন্থে (৩৫২৯) হাদিস বর্ণনা করেন ও হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়তি করেন, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ বনি আমর বনি আল-আস (রাঃ) এর কাছে এসে বললাম: আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা শুনছেন সেখান থেকে আমাদেরকে হাদিস শুনান। তখন তিনি আমার সামনে একটা সহফা (নোট খাতা) পশে করে বলেন: এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য লিখেছেন। আমি সে সহফাতে নজর দিয়ে পলোম যে, আবু বকর (রাঃ) বলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যখন সকালে উপনীত হই ও সন্ধ্যায় উপনীত হই তখন কী বলব আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ইয়া আবু বকর! আপনি বলুন:

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُهُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ

(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ফা-ত্বরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা, আ-লমাল গাইবি ওয়াশ্শাহা-দাতি, লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা, রব্বা কুল্লি শাই'ইন ওয়া মালিকাহু, আ'উযু বকি মনি শাররা নাফসী ওয়া মনি শাররাশি শাইত্বা-নি ওয়া শরিকহী, ওয়া আন আক্বতারফি 'আলা নাফসী সুওআন আও আজুররাহু ইলা মুসলিমি) (অর্থ: হে আল্লাহ! হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! হে গায়বে ও উপস্থিতিতে জ্ঞানধারী! আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। হে সব কিছুর রব্ব ও মালিক! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার আত্মার অনশ্টি থেকে এবং শয়তানের অনশ্টি থেকে ও তার শরিক বা ফাঁদ থেকে এবং আমার নিজের কোন কৃতিত্ব করা অথবা কোন মুসলিমের কৃতিত্ব করা থেকে।)

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আবু দাউদ (৫০৭৪) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল বেলো ও সন্ধ্যা বেলো এ দোয়াগুলো পড়া বাদ দতিনে না:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي ، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ ، وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي ، وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল- ‘আ-ফয়াতা ফদিদুনইয়া ওয়াল আ-খরাহ। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল- ‘আ-ফয়াতা ফী দীনী ওয়াদুনইয়াইয়া, ওয়া আহলী ওয়া মা-লী, আল্লা-হুম্মাসতুর ‘আওরা-তী ওয়া আ-মনি রাও‘আ-ত। আল্লা-হুম্মাহফায়নী মম্বাইন ইয়াদাইয়া ওয়া মনি খালফী ওয়া ‘আন ইয়ামীনী ওয়া শমী-লী ওয়া মনি ফাওকী। ওয়া আ-উযু ব‘আযামাতকি আন উগতা-লা মনি তাহ্তী)। (অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নকিট দুনিয়া ও আখরোতে ক্ষমা ও নরিপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নকিট ক্ষমা ও নরিপত্তা প্রার্থনা করছি আমার দ্বীনদারি ও দুনিয়ার, আমার পরিবার ও সম্পদরে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নতাকে নরিপত্তায় পরিণত করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হফায়ত করুন আমার সামনের দকি থেকে, আমার পছিনের দকি থেকে, আমার ডান দকি থেকে, আমার বাম দকি থেকে এবং আমার উপরের দকি থেকে। আর আপনার মহত্ত্বের উসীলায় আশ্রয় চাই আমি নিচি থেকে হঠাৎ ধ্বংস হওয়া থেকে)। [আলবানী 'সহিহ আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে ও অন্যান্য গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন।]

আবু দাউদ তাঁর সুনান গ্রন্থে (৫০৬৮), তরিমযিহি তাঁর সুনান গ্রন্থে (৩৩৯১), নাসাঈ তাঁর সুনানে কুবরা গ্রন্থে (১০৩২৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সকাল বেলো বলতেন:

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ

(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা বকি আসবাহ্না ওয়াবকি আমসাইনা ওয়াবকি নাহইয়া, ওয়াবকি নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর)। (অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে আমরা সকালে উপনীত হয়েছি। আপনার অনুগ্রহে আমরা বকিলে উপনীত হয়েছি। আপনার দ্বারা আমরা বঁচে থাকি। আপনার দ্বারা আমরা মৃত্যুবরণ করি। আপনার কাছই আমাদের প্রত্যাবর্তন।) এবং যখন সন্ধ্যাতে উপনীত হতেন তখন বলতেন:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা বকি আমসাইনা, ওয়া বকি আসবাহনা, ওয়া বকি নাহইয়া, ওয়া বকি নামুতু ওয়া ইলাইকাল মাছরি)।
(অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি। আপনার অনুগ্রহে আমরা সকালে উপনীত হয়েছি।
আপনার দ্বারা আমরা বেঁচে থাকি। আপনার দ্বারা আমরা মৃত্যুবরণ করি। আপনার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।) আলবানী
সহিহ সুনানে তরিমযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন।

ইমাম বুখারী (৬০৪০) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন
যে, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন
ক্বাদীর)। (অর্থ: এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাঁরই। সমস্ত প্রশংসাও
তাঁর। তিনি সকল কছির ওপর ক্বমতাবান) দিনে একশত বার বলবে- এটা তার জন্য দশজন দাসমুক্তির অনুরূপ হবে, তার
জন্য একশত সওয়াব লেখা হবে, সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা তার জন্য শয়তান থেকে সুরক্ষা হবে। সে যে সওয়াব পাবে
আর কউ তার চেয়ে উত্তম সওয়াব পাবে না; তবে হ্যাঁ কউ যদি তার চেয়ে বেশি আমল করে সে পাবে।

আবু দাউদ (৫০৭৭) আবু আইয়াশ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি
সকালে উপনীত হলে বলে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

(উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন
ক্বাদীর)। (অর্থ: এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও
তাঁর, আর তিনি সকল কছির ওপর ক্বমতাবান) সটো তার জন্য ইসমাইলরে বংশধর একজন দাসমুক্তির সমান, তার জন্য
দশটি সওয়াব লেখা হয়, তার দশটি গুনাহ মাফ করা হয়, তার ১০ স্তর মর্যাদা উন্নীত করা হয় এবং সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত
এটা তার জন্য শয়তান থেকে সুরক্ষাকারী হয়। যদি সন্ধ্যায় উপনীত হলে এ বাক্যগুলো পড়ে তাহলে সকাল হওয়া পর্যন্ত
সে ব্যক্তি সমধরণের সওয়াব পায়।"[আলবানী সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানে কুবরা গ্রন্থে আনাস বনি মালকি (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতমো (রাঃ)কে বলেন: আমি তোমাকে যা ওসয়িত করছি তা শুনতে কসি তুমাকে বাধা দেয়? তুমি যখন সকালে উপনীত হবে কথিবা সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন বলবে:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

(উচ্চারণ: ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়্যুমু বরিহ্মাতকি আস্তাগীসু, আসলিহ্ লী শা'নী কুল্লাহু, ওয়ালা তাকলিনী ইলা ন্যফসী তবারফাতা 'আইন)। (অর্থ: হে চরিঞ্জীব, হে চরিস্থায়ী! আমি আপনার রহমতের অসীলায় আপনার কাছে উদ্ধার প্রার্থনা করছি। আপনি আমার সার্বকি অবস্থা সংশোধন করে দনি। আর আমাকে আমার নজিরে কাছে নমিষেরে জন্যও সোপর্দ করবেন না।)[আলবানী হাদিসটিকে 'হাসান' বলছেন]

ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে (২৭২৩) ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন তখন বলতেন:

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

(উচ্চারণ: আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি, ওয়ালহাম্দু লিল্লাহি, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। রব্বি আসআলুকা খাইরা মা ফী হা-যহিলি লাইলাতি ওয়া খাইরা মা বা'দাহা, ওয়া আ'উযু বকি মনি শাররামি ফী হা-যহিলি লাইলাতি ওয়া শাররামি বা'দাহা, রব্বি আউযু বকি মনিাল কাসালি ওয়া সুইল-কবিারি। রব্বি আ'উযু বকি মনি 'আযাবনি ফলিনা-রি, ওয়া আযাবনি ফলি ক্বাবরি)। (অর্থ: আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এমতাবস্থায় যে, সমস্ত রাজত্ব ও সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে। তাঁর কোনও শরীক নহে। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি সর্ববশিষ্যে কৃষমতাবান। ইয়া রব্ব! এ রাত ও এর পরের রাতগুলোতে যত কল্যাণ আছে আমি আপনার কাছে সে সব কল্যাণ পতে প্রার্থনা করছি এবং এ রাত ও এর পরের রাতগুলোতে যত অকল্যাণ আছে, আমি সেগুলো থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। ইয়া রব্ব! আমি আপনার কাছে অলসতা ও মন্দ বার্বক্য থেকে আশ্রয় চাই। ইয়া রব্ব! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের ও কবরের যে কোন শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই।)

এবং যখন সকালে উপনীত হতেন তখনও দোয়াটি বলতেন এভাবে: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ (উচ্চারণ: আসবাহনা ওয়া

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আসবাহাল মুলকু লল্লাহ) (অর্থ: আমরা সকালে উপনীত হয়েছি এমতাবস্থায় যে, সমস্ত রাজত্ব আল্লাহর জন্য)

ইমাম আহমাদ (১৮৯৬৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদমে থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "কোন মুসলিম যখন সকালে উপনীত হয় কথিবা সন্ধ্যায় উপনীত হয় তখন যদি ৩ বার বলে:

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا

(উচ্চারণ: রযীতু বল্লা-হি রব্বান, ওয়াবলি ইসলা-মি দীনান, ওয়াবি মুহাম্মাদনি সাল্লাল্লাহু-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামা নাবয়্যিযান)। (অর্থ: আল্লাহকে রব, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট) আল্লাহর কাছে তার অধিকার হয়ে যায় তাকে কয়ামাতের দিন সন্তুষ্ট করা। [মুসনাদ গ্রন্থে মুহাক্ককিগণ হাদিসটিকে 'সহিহ লি গাইরহি' বলছেন]

আব্দুল্লাহ বনি খুবাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলছেন: "তুমি যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে কথিবা সকালে উপনীত হবে তখন তুমি قُلْهُوَ اللَّهُ حَذَّ (সূরা ইখলাস) ও মুআওয়যীতাইন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) ৩ বার পড়বে। এটি তোমাকে সব কিছু থেকে রক্ষা করবে।" [সুনানে তরিমযি (৩৫৭৫) তরিমযি বলছেন: হাদিসটি সহিহ; সুনানে আবু দাউদ (৫০৮২), ইমাম নবী 'আযকার' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১০৭) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন, ইবনে হাজার তাঁর 'নাতায়জিল আফকার' গ্রন্থে (২/৩৪৫) এবং আলবানী 'সহিহু তরিমযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলছেন।

উসমান বনি আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি ৩ বার বলে:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(উচ্চারণ: বস্মিল্লা-হল্লাযী লা ইয়াদ্বুররু মা'আ ইস্মহী শাইউন ফলি আরদ্বি ওয়ালা ফসি সামা-ই, ওয়াহুয়াস সামী'উল 'আলীম)। (অর্থ: আল্লাহর নামে (সকল অনিষ্ট থেকে সাহায্য চাই), যার নাম (স্মরণের) সাথে আসমান ও যমীনে কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী) সে ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত কোন আচমকা বপিদে আক্রান্ত হবে না। যে ব্যক্তি সকাল বেলো এ বাণীগুলো ৩ বার পড়বেন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তি কোন আচমকা বপিদে আক্রান্ত হবে না।" [সুনানে আবু দাউদ (৫০৮৮)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তরিমযিরি বর্ণনা (৩৩৮৮) তে রয়েছে: "কোন বান্দা যদি প্রত্যকে দনি সকালে ও রাত্রে ৩ বার করে পড়বে:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(উচ্চারণ: বস্মিল্লা-হল্লাযী লা ইয়ায্যুররু মা'আ ইস্মাহী শাইউন ফল্ আরযা ওয়ালা ফস্ সামা-ই, ওয়াহুয়াস্ সামী'উল 'আলীম) কোনও কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।"[তরিমযিরি বলেন: এটি একটি হাসান গরীব হাদিস; ইবনুল কাইয়্যমে যাদুল মাআদ গ্রন্থে (২/৩৩৮) হাদিসটিকে সহহি বলছেন এবং আলবানী 'সহহি আবু দাউদ' গ্রন্থে সহহি বলছেন]

আবু দাউদ (৫০৮১) আবুদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় ৭ বার পড়বে: حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (উচ্চারণ: হাসবিয়া আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশলি আযমি) (অর্থ: আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। তাঁর উপরই আমি তাওয়াক্কুল করি। তিনি মহান আরশের অধিপতি) আল্লাহ্ তার দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন।" এটি মাওকুফ হাদিস; কিন্তু এ ধরণের হাদিস মারফু হাদিসের পর্যায়েভুক্ত। শাইখ বনি বায এর সনদকে জাইয়্যদে বলছেন।

ইমাম মুসলিম (২৭২৬) জুওয়াইরিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ভোর বেলো ফজররে নামায পড়ার জন্য তার কাছে বেরিয়ে গেলেন। সে সময় জুওয়াইরিয়া জায়নামাযে ছিলেন। পূর্বাহ্নের পর তিনি ফরিদে আসলেন তখনও জুওয়াইরিয়া জায়নামাযে বসা ছিলেন। তিনি বললেন: আমি যাওয়ার পর থেকে তুমি এ অবস্থায় আছ? জুওয়াইরিয়া বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি ৪টি বাক্য ৩ বার পড়ছি। সে বাক্যগুলো যদি ওজন করা হয় তাহলে তুমি আজকে সারাদিনে যা পড়ছে সেগুলোর সমান হবে: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ (উচ্চারণ: সুব্হা-নাল্লা-হি ওয়াবি হামদাহী 'আদাদা খালক্বাহী, ওয়া রযী নাফসাহী, ওয়া যনাতা 'আরশাহী, ওয়া মাদি-দা কালমি-তাহী)। (অর্থ: আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি- তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নজিরে সন্তোষের সমান, তাঁর 'আরশের ওজনরে সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাণ)।

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞঃ।